রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৩, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সীমান্ত শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০.১১৬.০৪.০০১.১২-৬৪—সরকার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যদের কর্মতৎপরতা, কর্মোদ্যম ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নিম্নোক্ত পদক (মেডেল) ও রিবন প্রবর্তন, পদকের সময়সীমা সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান পদকের নাম পরিবর্তনসহ উক্ত পদকসমূহ যোগ্যতা ও প্রাপ্তি অনুসারে পরিধানের অনুমোদন প্রদান করলেন ঃ

ক। **বিজিওএম (বর্ডার গার্ড অবদান মেডেল)** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "বিজিওএম (বর্ডার গার্ড অবদান মেডেল)" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা** ঃ এ বাহিনীর সকল সদস্য যারা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ মেডেল (বিজিবিএম) ও প্রেসিডেন্ট বর্ডার গার্ড মেডেল (পিবিজিএম) প্রাপ্ত হবেন-না কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োগিক, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তাঁরা মহাপরিচালক/স্থায়ী বোর্ডের বিবেচনায় বাৎসরিকভাবে এ পদক ও রিবন প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত খেতাব অর্জনকারী নামের পার্শ্বে সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজিতে **'BGOM'** এবং বাংলায় **'বিজিওএম'** লিখতে পারবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

খ। **বিজিবি সার্ভিস মেডেল** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "বিজিবি সার্ভিস মেডেল" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ শুধুমাত্র প্রেষণে/অস্থায়ী সংযুক্তি/চুক্তিভিত্তিক (কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস) আগত সদস্যগণ দৈনন্দিন অপারেশন, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়াও দূর্গম সীমান্ত এলাকায় অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি নিয়ে সার্বক্ষণিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সীমান্ত রক্ষা, অবৈধ সীমান্ত অপরাধ দমন এবং চোরাচালান দমন সহ বহুবিধ অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন বিধায় তাঁদের এরূপ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাৎসরিকভাবে এ পদক ও রিবন দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য রিবনের সাথে ক্রমসংখ্যা ১,২,৩ এরূপ লিখা থাকবে।

গ। **বিজিবি পুনর্গঠন পদক** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "বিজিবি পুনর্গঠন পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা** ঃ

ক। বিজিবি মহাপরিচালকের বিবেচনায় ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বিডিআর বিদ্রোহের পরে সশস্ত্র বাহিনীর যে সকল সদস্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিজিবিতে পুনরায় কমান্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিচারিক কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরাই **বিজিবি পুনর্গঠন পদক** প্রাপ্ত হবেন।

খ। যে সকল বিজিবির সদস্য (প্রেষণে/সংযুক্তি চুক্তি ভিত্তিকসহ) প্রত্যক্ষভাবে এ বাহিনীর পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত আছেন এবং থাকবেন।

গ। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ যারা ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাস প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে এই বাহিনীর পুনর্গঠনে সহায়তা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরা বিজিবি পুনর্গঠন পদক ও রিবন প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত পদক ও রিবনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা সংশ্লিষ্ট বাহিনীসমূহ বিজিবি সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে। তালিকা প্রাপ্তির পর বিজিবি সদর দপ্তর কর্তৃক বিশেষ বিজিবি আদেশ প্রকাশ/অনুমতিপত্র সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য বাহিনীসমূহ পদক/রিবণ পরিধানের জন্য নিজ নিজ আদেশ প্রকাশ করবে।

ঘ। **সীমান্ত পদক** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "সীমান্ত পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা** ঃ

ক। সীমান্তে (বিওপি, বর্ডার লজিস্টিক পোস্ট ও ব্যাটালিয়ন সদরে) ন্যূনতম ০১ (এক) বৎসর চাকুরী করলে এ পদক এর জন্য যোগ্য হবেন।

খ। ০১ (এক) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে রিবনের সাথে ক্রমসংখ্যা ০১ পরিধান করবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য পদক ও রিবন অপরিবর্তিত রেখে ক্রমসংখ্যা এক করে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে।

ঙ। **রক্তস্নাত পদক** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "রক্তস্নাত পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। এ বাহিনীর কোন সদস্য কোন ঘোষিত অথবা অঘোষিত যুদ্ধ, অপারেশন, চোরাচালান দমন, সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে আহত হওয়ার ফলশ্রুতিতে স্থায়ীভাবে তাঁর অঙ্গহানী হলে এ পদক ও রিবন এর জন্য যোগ্য হবেন।

চ। **রক্তঋণ পদক** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "রক্তঋণ পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। এই বাহিনীর কোন সদস্য কোন ঘোষিত অথবা অঘোষিত যুদ্ধ, অপারেশন, চোরাচালান দমন, সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে আহত হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাঁর অঙ্গের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যহত হলে এ পদক প্রাপ্ত হবেন।

ছ। **বিজিবি গৌরবচিহ্ন পদক** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "বিজিবি গৌরবচিহ্ন পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। কোন বিদেশী নাগরিক, দেশীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য অথবা বেসামরিক ব্যক্তি যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অত্র বাহিনীকে বিভিন্ন তথ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দিয়ে এ বাহিনীর সুনাম বৃদ্ধির জন্য কোন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন তাঁরা এ পদক ও রিবন প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

(ক) বাহিনীর সুনাম বৃদ্ধি হয় সেরূপ কোন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলে ;

(খ) আঞ্চলিক/দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অনন্য কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলে;

(গ) সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে অবদান রাখলে ;

(ঘ) এ বাহিনীকে কোনরূপ তথ্য/সহায়তা দিয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলে ;

(ঙ) এ বাহিনীর জন্য যে কোন কর্মকাণ্ড/সেমিনার/বৈঠক/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখলে ;

(চ) মহাপরিচালক এর বিবেচনায় অন্য যে কোন অসামান্য কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য।

জ। **জ্যেষ্ঠতা পদক-৩** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "জ্যেষ্ঠতা পদক-৩" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। ২৭ (সাতাশ) বৎসর চাকুরী সম্পন্নকারী এ বাহিনীর সকল সদস্য উক্ত পদক ও রিবন প্রাপ্য হবেন।

ঝ। **জ্যেষ্ঠতা পদক-২** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "জ্যেষ্ঠতা পদক-২" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। ২০ (বিশ) বৎসর চাকুরী সম্পন্নকারী এ বাহিনীর সকল সদস্য উক্ত পদক ও রিবন প্রাপ্য হবেন।

ঞ। **জ্যেষ্ঠতা পদক-১** ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "জ্যেষ্ঠতা পদক-১" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। ১০ (দশ) বৎসর চাকুরী সম্পন্নকারী এ বাহিনীর সকল সদস্য উক্ত পদক ও রিবন প্রাপ্য হবেন।

২। **"দ্বিশত বর্ষপূর্তি পদক (প্রাপ্যতার সময়সীমা সংশোধন/সম্প্রসারণ)"** ঃ বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ **"দ্বিশত বর্ষপূর্তি পদক"** প্রচলিত রয়েছে। উক্ত পদক ও রিবন সংশোধিত আকারে নিম্নরূপভাবে অনুমোদন প্রদান করা হলো ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "দ্বিশত বর্ষপূর্তি পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) একটি স্বনামখ্যাত এবং শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সংস্থা। বিপুল সাফল্যজনক কর্মকাণ্ডের ধারক এবং গৌরবোজ্জল ইতিহাসের বাহক এ বাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিকে নিজে বহন এবং ধারণ করে ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্য (প্রেষণে আগত/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণসহ) যাঁরা ০৩ মার্চ ১৯৭২ হতে বর্তমানে অত্র সংস্থায় কর্মরত আছেন/পূর্বে ছিলেন/ভবিষ্যতেও কর্মরত থাকবেন তাঁরা নিম্নরূপভাবে 'দ্বিশত বর্ষপূর্তি পদক ও রিবন' পাওয়ার যোগ্য হবেন ঃ

(ক) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ নিয়োজিত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সৈনিকবৃন্দ এবং সে সূত্রে উক্ত বাহিনীর প্রধানগণ ;

(খ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালকবৃন্দ ;

(গ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ কর্মরত বিভাগীয় অফিসার, জেসিও, অন্যান্য পদবীর সৈনিক/বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ;

(ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ প্রেষণে নিয়োজিত/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত এমন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা বর্তমানে যাঁরা নিজ নিজ সংস্থায় কর্মরত আছেন/থাকবেন ;

(ঙ) বাহিনীতে তিনশত বর্ষপূর্তি পদক ও রিবন চালু হলে "দ্বিশত বর্ষপূর্তি পদক" প্রদানের সমাপ্তি হবে।

৩। **'স্বাধীনতা পদক পুরস্কার-২০০৮ পদক' (পদক ও রিবন পরিধানের অনুমোদন)** ঃ মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বাংলাদেশ রাইফেল্‌সকে ২৫ মার্চ ২০০৮ তারিখে (বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) "স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮" প্রদান করা হয়। উক্ত পদক ও রিবন নিম্নরূপভাবে পরিধানের অনুমোদন প্রদান করা হবে ঃ

(১) **পদকের নাম**। এ পদক "স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮ পদক" নামে অভিহিত হবে।

(২) **পদকের প্রাপ্তির যোগ্যতা**। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গত ২৫ মার্চ ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সকে (বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) "স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮" প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স (বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এ স্থিত জনবল (এলপিআর ভোগরতসহ) এ পদক প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪। **বিদ্যমান বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতা পদকের নাম পরিবর্তন** ঃ

(১) বাংলাদেশ রাইফেল্‌স পদক - বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পদক

(২) প্রেসিডেন্ট রাইফেল্‌স পদক - প্রেসিডেন্ট বর্ডার গার্ড পদক

৫। নতুন প্রবর্তিত এই পদক ও রিবন সম্মানজনক বিধায় প্রস্তাবিত গঠন ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী পদক ও রিবন প্রদান ও পরিধান করতে হবে।

৬। পদক ও রিবন বাবদ ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরের নিজস্ব বরাদ্দকৃত বাজেট হতে নির্বাহ করতে হবে।

৭। বিজিবি ব্যতিত অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক এ পদক/মেডেল/রিবন প্রাপ্তি ও পরিধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহিনী পদক ও রিবনের জন্য যোগ্য সদস্য/ব্যক্তিদের তালিকা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকা প্রাপ্তির পর বিজিবি সদর দপ্তর কর্তৃক বিশেষ আদেশ/অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য বাহিনী পদক/রিবন পরিধানের জন্য নিজ নিজ আদেশ প্রকাশ করবে।

৮। এ পদক (মেডেল) ও রিবন প্রবর্তন, পরিধান, সময় সম্প্রসারণ ও পদকের নাম পরিবর্তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব) উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd